নতুন পুতুল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই এগুণী কেবল পুতুল তৈরি করত; সে পুতুল রাজবাড়ির মেয়েদের খেলার জন্যে। বছরে বছরে রাজবাড়ির আঙিনায় পুতুলের মেলা বসে। সেই মেলায় সকল কারিগরই এই গুণীকে প্রধান মান দিয়ে এসেছে।

যখন তার বয়স হল প্রায় চার কুড়ি, এমন সময় মেলায় এক নতুন কারিগর এল। তার নাম কিষণলাল, বয়স তার নবীন, নতুন তার কায়দা।

যে পুতুল সে গড়ে তার কিছু গড়ে কিছু গড়ে না, কিছু রং দেয় কিছু বাকি রাখে। মনে হয়, পুতুলগুলো যেন ফুরোয়নি, যেন কোনোকালে ফুরিয়ে যাবে না।

নবীনের দল বললে, 'লোকটা সাহস দেখিয়েছে।'

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

প্রবীণের দল বললে, 'একে বলে সাহস? এ তো স্পর্ধা।'

কিন্তু, নতুন কালের নতুন দাবি। এ কালের রাজকন্যারা বলে, 'আমাদের এই পুতুল চাই।'

সাবেক কালের অনুচরেরা বলে, 'আরে ছিঃ।'

শুনে তাদের জেদ বেড়ে যায়।

বুড়োর দোকানে এবার ভিড় নেই। তার ঝাঁকাভরা পুতুল যেন খেয়ার অপেক্ষায় ঘাটের লোকের মতো ওপারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

এক বছর যায়, দু বছর যায়, বুড়োর নাম সবাই ভুলেই গেল। কিষণলাল হল রাজবাড়ির পুতুলহাটের সর্দার।

বুড়োর মন ভাঙল, বুড়োর দিনও চলে না। শেষকালে তার মেয়ে এসে তাকে বললে, 'তুমি আমার বাড়িতে এসো।'

জামাই বললে, 'খাও, আরাম করো, আর সবজির খেত থেকে গোরু-বাছুর খেদিয়ে রাখো।'

বুড়োর মেয়ে থাকে অষ্টপ্রহর ঘরকরনার কাজে। তার জামাই গড়ে মাটির প্রদীপ আর নৌকো বোঝাই করে শহরে নিয়ে যায়।

নতুন কাল এসেছে সে কথা বুড়ো বোঝে না। তেমনই সে বোঝে না যে, তার নাতনির বয়স হয়েছে ষোলো।

যেখানে গাছতলায় বসে বুড়ো খেত আগলায় আর ক্ষণে ক্ষণে ঘুমে ঢুলে পড়ে সেখানে নাতনি গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে; বুড়োর বুকের হাড়গুলো পর্যন্ত খুশি হয়ে ওঠে। সে বলে, 'কী দাদি, কী চাই।'

নাতনি বলে, 'আমাকে পুতুল গড়িয়ে দাও, আমি খেলব।'

বুড়ো বলে, 'আরে ভাই, আমার পুতুল তোর পছন্দ হবে কেন?'

নাতনি বলে, 'তোমার চেয়ে ভালো পুতুল কে গড়ে শুনি।'

বুড়ো বলে, 'কেন, কিষণলাল।'

নাতনি বলে, 'ইস্! কিষণলালের সাধ্যি!'

দুজনের এই কথা-কাটাকাটি কতবার হয়েছে। বারে বারে একই কথা।

তার পরে বুড়ো তার ঝুলি থেকে মালমশলা বের করে; চোখে মস্ত গোল চশমা আঁটে।

নাতনিকে বলে, 'কিন্তু দাদি, ভুট্টা যে কাকে খেয়ে যাবে।'

নাতনি বলে, 'দাদা, আমি কাক তাড়াব।'

বেলা বয়ে যায়; দূরে ইঁদারা থেকে বলদে জল টানে, তার শব্দ আসে; নাতনি কাক তাড়ায়, বুড়ো বসে বসে পুতুল গড়ে।

পাঠ সহায়

■ **লেখক-পরিচিতি ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ** জন্ম ঃ ৭ই মে, ১৮৬১ খ্রিঃ; মৃত্যু ঃ ৭ই আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিঃ। জন্মস্থান ঃ কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চল। পিতা ঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'কবিগুরু' ও 'বিশ্বকবি' নামে বন্দিত বিংশ শতাব্দীর এই শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবি বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা লাভ করেননি, কিন্তু বাড়িতে গৃহশিক্ষকদের কাছে নানা বিষয়ে

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

তাঁর শিক্ষালাভের কোনো ত্রুটি ঘটেনি। কাব্য রচনার সূত্রপাত অল্প বয়সেই। মাত্র ১৮ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'শৈশব সংগীত' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ২১ বছর বয়সে তাঁর 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হলে স্বয়ং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেন। এর পর থেকে আমৃত্যু লিখেছেন অজস্র কবিতা, ছোটো গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান, প্রবন্ধ প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখাই তাঁর অবদানে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়েছে। ১৯১৩ খ্রিঃ কবি বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করেন সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করে। এই পুরস্কার লাভের পর বিভিন্ন সময়ে কবি পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণ করেন। কবির জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্ম বিদ্যালয়' স্থাপন (১৯০১ খ্রিঃ)। এই বিদ্যালয় আজ 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি মহামিলন-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। স্বদেশপ্রেমিক এই কবি ১৯০৫ খ্রিঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯১৯ খ্রিঃ জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথই পৃথিবীর একমাত্র কবি যাঁর রচিত দুটি গান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের (ভারত ও বাংলাদেশ) জাতীয় সংগীত।

■ **পাঠের মূল ভাব ঃ** যে কোনো ক্ষেত্রে চিরকাল নিজের আধিপত্য বজায় রাখা খুবই শক্ত কাজ। সব জিনিস পুরনো হয়ে যায়, আর মানুষের স্বভাব হল নতুন জিনিসকে নেওয়া। এই গল্পের গুণী যে পুতুল তৈরি করত, এক সময় তার কদর ছিল দারুণ। সবাই তাকে সেরা কারিগরের মর্যাদা দিত। কিন্তু একদিন সেখানে এসে হাজির হল কিষণলাল নামে এক নতুন কারিগর। বয়স তার কম, পুতুল গড়াতেও সে দেখাল চমক। কোনো পুতুলই সে পুরো গড়ে না, তাতে পুরো রং দেয় না। কিন্তু এই অর্ধ-সমাপ্ত পুতুলগুলিই সবার মন জয় করল। সেগুলি বিক্রি হতে লাগল হু হু করে। গুণীর পুতুল একটাও বিক্রি হয় না। এক কালের গুণী গেল হারিয়ে, সে চলে এল মেয়ের বাড়িতে। পুতুল বানানো নয়, সেখানে তার কাজ হল খেত আগলানো। রোজ এই কাজ করতে করতে বুড়ো শিল্পী যখন হতাশ, পুতুল বানানোর কথা সে যখন প্রায় ভুলেছে, তখন বুড়োর প্রাণে নতুন করে উৎসাহের প্রদীপ জ্বালল তার ষোলো বছরের নাতনি। সে বলল, এখনও বুড়োই পুতুল গড়ার সেরা কারিগর, কিষণলালের সাধ্যি নেই তাকে স্পর্শ করে। উৎসাহিত বৃদ্ধ চোখে চশমা এঁটে নতুন উদ্যমে নতুন করে পুতুল বানাতে বসল। সকলের কাছে প্রমাণ করতে যে, সে হারিয়ে যায়নি।

■ **শব্দার্থ ঃ গুণী**—গুণসম্পন্ন, শিল্পী। **আঙিনা**—উঠোন। **কারিগর**—শিল্পী, শিল্পদ্রব্যের নির্মাতা। **চার কুড়ি**—আশি। **নবীন**—নতুন, অপেক্ষাকৃত তরুণ। **ফুরোয়**—শেষ হয়। **প্রবীণ**—বয়স্ক। **স্পর্ধা**—অহংকারপূর্ণ সাহস। **সাবেক**—পুরনো। **অনুচর**—পিছে পিছে যে যায়। **খেদিয়ে**—তাড়িয়ে। **প্রহর**—তিন ঘণ্টা সময়। **অষ্ট প্রহর**—চব্বিশ ঘণ্টা, অর্থাৎ দিন-রাত্রি। **ঘরকরনার**—সংসারের। **বোঝাই**—পূর্ণ। **আগলায়**—সামলায়। **ইঁদারা**—কুয়ো।

■ **বুঝে নাও ঃ ১. ঝাঁকাভরা পুতুল যেন খেয়ার অপেক্ষায় ঘাটের লোকের মতো**—এককালের সেরা কারিগরের পুতুল এক সময় সাধারণ মানুষ আর পছন্দ করল না। বুড়োর দোকানে আর ভিড় হয় না। খদ্দেরের অপেক্ষায় তাকে বসে থাকতে হয়। কখন খদ্দের আসবে, তার জন্য প্রহর গুনতে হয়। খেয়াঘাটে মাঝি নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে কখন একজন যাত্রী আসবে। বুড়ো কারিগরের অবস্থা হল ঐ রকম।

২. বুড়ো বসে বসে পুতুল গড়ে—এককালের সেরা কারিগর কালের চাহিদার কাছে হেরে গেল। নতুন হারিয়ে দিল পুরনোকে। বৃদ্ধের দোকানে আর ভিড় নেই, ফলে তার কাজও নেই। শিল্পীকে বসে থাকতে হল, তার নতুন কাজ হল খেত আগলানো। বৃদ্ধ যখন পুরোপুরি হতাশ, তখন নাতনির উৎসাহ এবং প্রশংসা তাকে আবার উৎসাহিত করে তুলল। নতুন উৎসাহে বুড়ো আবার পুতুল তৈরি করতে বসল।

■ **ব্যাকরণ শেখো ঃ ১.** 'আরে **ছিঃ**!' এবং '**ইস্**! কিষণলালের সাধ্যি!'—বাক্যদুটিতে '**ছিঃ**' এবং '**ইস্**' পদদুটি লক্ষ করো। পদদুটির দ্বারা মনের বিশেষ ভাব বা আবেগ (একটিতে নিন্দা এবং অপরটিতে অবিশ্বাস) বোঝানো হয়েছে। এদের কোনো লিঙ্গ বা বচন নেই, কোনো অবস্থাতেই এদের রূপের কোনো পরিবর্তন হয় না। এদের বলা হয় **অব্যয় পদ**।

২. 'এ **তো** স্পর্ধা!'—বাক্যটিতে 'তো' পদটির ব্যবহার লক্ষ করো। পদটি যেন বাক্যের মধ্যে বাড়তি পদ, এটি না বসালেও বাক্যটির কোনো ক্ষতি হত না, তার অর্থ প্রকাশেও অসুবিধে হত না। কিন্তু '**তো**' পদটি ব্যবহার করায় বাক্যটি শুনতে যেন ভালো লাগছে, তেমনি এর অর্থ প্রকাশও জোরদার হয়েছে। অর্থাৎ, 'তো' পদটি বাক্যের একটি

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

অলংকার হয়ে এখানে কাজ করছে। পদটির রূপের কোনো পরিবর্তন কোনো অবস্থাতেই হয় না, তাই এটি অব্যয় পদ। এই ধরনের পদকে বলে **বাক্যালংকার অব্যয় পদ**।

মূল্যায়ন প্রশ্নাবলি

◆ **রচনাধর্মী প্রশ্নাবলি :**

১. বুড়ো শিল্পী কী করতেন? তিনি কার কাছে, কীভাবে হেরে গেলেন? হেরে যাবার পর তাঁর অবস্থা কী হল?
২. কার উৎসাহে এবং কীভাবে বৃদ্ধ নতুন করে পুতুল তৈরিতে বসলেন?
৩. গল্পটির 'নতুন পুতুল' নামটি কি ঠিক হয়েছে? যুক্তি দিয়ে বোঝাও।

◆ **সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলি :**

১. কিষণলাল কে? তার পুতুলের বৈশিষ্ট্য কী ছিল? ২. কিষণলালের পুতুল নিয়ে নবীন-প্রবীণের মধ্যে কী রকম ঝগড়া হত? ৩. বুড়োর মেয়ে এবং তার নাতনি—এই দুজনের মধ্যে কাকে তুমি প্রকৃত শিল্প-মনোভাবাপন্ন বলে মনে কর? বুড়োর প্রতি দুজনের আচরণ বর্ণনা করো। ৪. চারদিকের চাপে পুতুল গড়া ছেড়ে বুড়ো কীভাবে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল?

◆ **অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলি :**

১. পুতুলের মেলা কোথায় বসত? ওই মেলার সেরা কারিগর ছিল কে? ২. রাজকন্যারা বুড়োকে ছেড়ে কার পুতুল কিনতে শুরু করেছিল? কেন? ৩. বুড়োর কথা সবাই ভুলে গেল কেন? ৪. বুড়ো মেয়ের বাড়িতে যেতে বাধ্য হল কেন? ৫. বুড়োর জামাই কী কাজ করত? ৬. মেয়ের বাড়িতে বুড়োকে কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত? ৭. বুড়োর সঙ্গে নাতনির কী নিয়ে কথা-কাটাকাটি হত?

◆ **নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলি :**

১. **নীচের শব্দগুলির অর্থ লেখো :**

সাবেক, অনুচর, স্পর্ধা, প্রবীণ, কারিগর, গুণী, ঘরকরনা, ইঁদারা, প্রহর, আগলায়।

২. **নীচের শব্দগুলি দিয়ে এক একটি বাক্য রচনা করো :**

কায়দা, প্রবীণ, বোঝাই, অষ্টপ্রহর, অপেক্ষা, কারিগর, সাধ্যি, কথা-কাটাকাটি।

৩. **নীচের শব্দগুলির বিপরীত অর্থের শব্দ লেখো :**

ভালো, মান, নবীন, বুড়ো, খুশি, বোঝাই, সাহস, নতুন, সাবেক, পছন্দ।

৪. **উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্য স্থানগুলি পূরণ করো :**

বছরে বছরে রাজবাড়ির —— পুতুলের —— বসে। সেই —— সকল —— এই গুণীকে প্রধান —— দিয়ে এসেছে। যখন তার বয়স হল প্রায় চার ——, এমন সময় —— এক নতুন —— এল। তার নাম ——, বয়স তার ——, নতুন তার —— ।

৫. **পদ পরিবর্তন করো :**

গুণী, কারিগর, নতুন, সাহস, মন, জেদ, দিন, শহর, স্পর্ধা।

৬. **সঠিক বাক্যের পাশে '✓' দাগ এবং ভুল বাক্যের পাশে '×' দাগ দাও :**

(ক) পুতুলের মেলায় এক সময় সেরা কারিগর ছিল বুড়ো। ☐
(খ) কিষণলাল কোনো পুতুল পুরো বানাত না। ☐
(গ) বুড়োর জামাই পুতুল তৈরি করত। ☐
(ঘ) বুড়োর মেয়ে বুড়োকে পুতুল তৈরিতে উৎসাহ দিত। ☐
(ঙ) উৎসাহ পেলে মানুষের হতাশা দূর হয়। ☐
(চ) পুরনো আর নতুনের মধ্যে সংঘর্ষ চিরকালের। ☐

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA